



## ২. শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড।

[চ. বো. '১২]

ভাব-সম্প্রসারণ : শিক্ষা অমূল্য সম্পদ। একটি জাতির বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য শিক্ষার ভূমিকা অপরিহার্য। শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড ও উন্নতির পূর্বশর্ত। মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে মেরুদণ্ডের অপরিহার্যতা অপরিসীম। মেরুদণ্ড ছাড়া মানুষ যেমন চলাচল করতে পারে না, তেমনি শিক্ষা ছাড়া একটি জাতি উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করতে পারে না। মেরুদণ্ডহীন প্রাণী যেমন পরমুখাপেক্ষী হয়ে জীবন কাটায় তেমনি শিক্ষাহীন একটি জাতি পরমুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে।

মানবজীবন তথা জাতীয় জীবনে নিরক্ষরতার মতো নারকীয় অভিশাপ আর নেই। বিদ্যাহীন মানুষ পশু সমতুল্য। তাই কবি বলেছেন— “বিদ্যাহীন মানুষ পশুর সমান।” শিক্ষা মানুষকে সত্যিকার মানুষরূপে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। আর শিক্ষাহীনতা মানুষকে অমানুষ করে তোলে। তাই আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করে প্রথমেই জ্ঞান দান করেন এবং শিক্ষার গুরুত্ব প্রতিপন্ন করতে তিনি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর কুরআনের প্রথম বাণী নায়িল করেন ‘ইকরা’ অর্থাৎ ‘পড়’। বিশ্বনবি (স) বলেছেন, “শিক্ষালাভের জন্য সুদূর চীনদেশে যেতে হলেও যাও।” মহানবি (স) আরও বলেছেন— “শহীদের রক্তের চেয়ে বিদ্বানের কলমের কালির মূল্য ও মর্যাদা অনেক বেশি।” নিরক্ষরতা সমাজের শত্রু, দেশের শত্রু, জাতির শত্রু, জগতের শত্রু, এবং আল্লাহর শত্রু। দেশমাতৃকার উন্নতির জন্য তাই সর্বপ্রথম প্রয়োজন দেশের আপামর জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলা। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে— Education is the backbone of a nation. তাছাড়া যে জাতি যত বেশি শিক্ষিত সেই জাতি তত বেশি উন্নত। সাম্প্রতিক বিশ্ব মানুষের শক্তি ও কর্মের প্রভাবে প্রভাবিত। এ শক্তি মানুষ শিক্ষার সাহায্যে লাভ করেছে। মানুষ বিবেকবান জীব। পশুপাখির চেয়ে সে উন্নততর। এ শিক্ষা ও জ্ঞানের সাহায্যে সে অন্য প্রাণীর ওপর প্রভুত্ব করতে পারছে। জাপান বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে। অথচ জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মুখ থুবড়ে পড়েছিল। কিন্তু নিরলস পরিশ্রম, শিক্ষা ও বুদ্ধির দ্বারা আজ তারা উন্নত। আমেরিকানরা সারা বিশ্বের নেতৃত্ব দিচ্ছে শুধুমাত্র শিক্ষার দ্বারা। শিক্ষাহীনতা তথা নিরক্ষরতার কারণে সকল দেশের রানি আমার জন্মভূমি জননী আজ দরিদ্র। তাই শিক্ষাকে সহজলভ্য করে প্রতিটি মানুষের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেওয়ার উপায় আমাদের উদ্ভাবন করতে হবে। তবেই দেশের জনগণ শিক্ষিত হবে। আর জনগণ শিক্ষিত হলে দেশ ও জাতি উন্নত হবে।

যে জাতি যত বেশি শিক্ষিত সে জাতি তত বেশি উন্নত। অশিক্ষিত কোনো জাতি বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। কারণ শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। তাই দেশ ও জাতির উন্নয়নের জন্য সকলকেই শিক্ষিত হতে হবে।

## ৩. দুর্নীতি জাতীয় জীবনে অভিশাপস্বরূপ।

[চা. বো. '০৫; রা. বো. '১৪, '১১, '০৫; য. বো. '১১, '০৫; কু. বো. '১১; সি. বো. '০৪; ব. বো. '১১]

[কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট কলেজ; ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী; এস ও এস হারম্যান মেইনার কলেজ, ঢাকা; ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা; ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর; সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড স্কুল এন্ড কলেজ; পাবনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়; বগুড়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়; ধানমন্ডি গভ. গার্লস হাই স্কুল, ঢাকা; গভ. ল্যাবরেটরী হাই স্কুল, কুমিল্লা; মুন্সল নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ; সরকারি অগ্রগামী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, সিলেট; আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা; কুমিল্লা মডার্ন হাই স্কুল; বি.কে.জি.সি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, হবিগঞ্জ; ফয়জুর রহমান আইডিয়াল ইনস্টিটিউট, ঢাকা; রংপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়; অগ্রবাদ সরকারী কলোনী উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]

অথবা, দুর্নীতি জাতির সকল উন্নতির অন্তরায়। [চা. বো. '১৫; রা. বো. '০৭; কু. বো. '১৫; সি. বো. '১৯, '১৭, '০৯; চ. বো. '১৩, '১০; দি. বো. '২০, '১১; য. বো. '২০]

ভাব-সম্প্রসারণ : নীতির বিরুদ্ধাচারণ-ই দুর্নীতি। অর্থাৎ প্রচলিত আইন ও নীতি-নৈতিকতাবিরোধী কাজকে দুর্নীতি বলে। জাতীয় জীবনে এ দুর্নীতি বিরাজ করলে তা জাতির সর্বনাশ ডেকে আনে। এর প্রভাবে একটি জাতির স্বপ্ন ও সম্ভাবনা অঙ্কুরেই শেষ হয়ে যেতে পারে; হারিয়ে যেতে পারে অতীত ঐতিহ্য।

সত্য ও ন্যায় পথ একটি জাতির জন্য একান্ত অপরিহার্য। কেননা, সত্য ও ন্যায়ের পথে অগ্রসর হলে অবশ্যই সে জাতির উন্নতি সহজ হয়। তাই সত্যের সাধনা জাতির প্রধান কাজ। ন্যায়নীতির পথে চলে জাতি উন্নতির শীর্ষে উঠতে পারে। পৃথিবীর ইতিহাসে যেসব জাতি উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়েছে, তার পেছনে কাজ করেছে সত্যতা ও ন্যায়নিষ্ঠা। অন্যদিকে জাতীয় জীবনে যদি দুর্নীতির প্রবেশ ঘটে তবে সে জাতির উন্নতির পথ হয়ে যায় রুদ্ধ। তখন জাতির সামনে নেমে আসে ঘোর অমানিশা। অন্যায় বা দুর্নীতি যে জাতির মধ্যে বিরাজ করে সে জাতি নানা অনাচারে মগ্ন হয়। ফলে লোকে জাতির উন্নতির কথা ভুলে গিয়ে নিজের সুখ, সুবিধা ও স্বার্থের কথা ভাবতে থাকে। কীভাবে অন্যকে ঠকিয়ে নিজের লাভের পরিমাণ বাড়ানো যায় দুর্নীতিবাজ মানুষ সে চিন্তাই করে। এক্ষেত্রে নিজের লোভই বড় হয়ে দেখা দেয়; অন্যের মঙ্গলের কথা লোকের ভাবনায় আসে না।

আমরা দেখি পৃথিবীর ইতিহাসে যেসব জাতি উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে পেরেছে তার পেছনে কাজ করেছে সত্যতা ও ন্যায়নিষ্ঠা। অন্যায় বা দুর্নীতি যে জাতির মধ্যে বিরাজ করে সে জাতি নানাবিধ অনাচারে লিপ্ত হয়। যেসব জাতি দুর্নীতিতে আক্রান্ত হয়েছে সেসব জাতি কোনো দিনও উন্নতির শিখরে আরোহণ করতে পারবে না। দুর্নীতি প্রত্যেকটি জাতির বিশেষ করে মানবজাতির জীবনে অভিশাপস্বরূপ। কোনো জাতির জীবনে যদি দুর্নীতি প্রবেশ করে তবে সেখানে স্বার্থের যে খেলা চলে তাতে জাতির উন্নতির পথ বন্ধ হয়ে যায়। সে কারণে দুর্নীতিকে জাতীয় জীবনে অভিশাপ বিবেচনা করা হয়। এ অভিশাপ জাতির সর্বনাশ ঘটায়। মানুষের জীবনে তখন নেমে আসে চরম দুঃখ-দুর্দশা।

কোনো জাতির জীবনে যদি দুর্নীতি প্রবেশ করে তবে সেখানে স্বার্থের যে খেলা চলে, তাতে জাতির উন্নতির পথ বন্ধ হয়ে যায়। সে কারণে দুর্নীতিকে জাতীয় জীবনে অভিশাপ বলা হয়ে থাকে। সমস্যার সমাধান তাই অত্যন্ত জরুরি।



ভাব-সম্প্রসারণ : শ্রমই মানুষের জীবনে সৌভাগ্যের তিলক ঐকে দেয়। প্রতিটি মানুষেরই সৌভাগ্য কাম্য কিন্তু পরিশ্রম ছাড়া তা অর্জন অসম্ভব। শ্রমই মানুষের জীবনে সৌভাগ্যের তিলক ঐকে দেয়। তাই পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই।

পরিশ্রম সাধনায় সিদ্ধি এনে দেয়। বিদ্যার্থী যথারীতি পরিশ্রম করে। সে যেমন বিদ্যা অর্জন করে তেমনি ধন, মান ইত্যাদিও অর্জন করতে পারে। মানবজীবন সংগ্রামের জীবন। সে সংগ্রামে টিকে থাকতে হলে, জয়লাভ করতে হলে, পরিশ্রমকে প্রধান হাতিয়াররূপে বরণ করে নিয়ে সেপথে অগ্রসর হতে হবে। এই কর্মময় সংসারে ভাগ্য বলে কোনো অলীক সোনার হরিণের সম্ভাবনা অদ্যাবধি মিলে নি। বাহ্যদৃষ্টিতে মানুষ যাকে ভাগ্যদেবী নামে অভিহিত করে, তা মূলত মানুষের প্রাণান্ত প্রচেষ্টারই ফসল। মানুষ নিরলস প্রচেষ্টা ও অক্লান্ত ত্যাগ স্বীকারের বদৌলতে সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধি হাসিল করে। কর্মবিমুখ ব্যক্তি অলস চিত্তার প্রশ্রয়ে যা কিছু চিন্তা ভাবনা করে তা আকাশ কুসুম রচনার মতোই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ভাগ্যদেবী স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে কারুর অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের সংস্থান করে দিয়েছেন এমন নজির মর্ত্যলোকে মেলে না। মানব ইতিহাস থেকে প্রমাণ মিলে যে, সৃষ্টির প্রারম্ভিক স্তরে অসহায় মানুষ যখন হিংস্র প্রাণীর উপদ্রব ও বৈরী প্রকৃতির নির্মমতার হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য বুকফাটা আহাজারি শুরু করেছিল, তখন কোনো ঐশীশক্তি বা দেবতা তার আহ্বানে সাড়া দেয় নি। তখন মানুষই একে অন্যের সাহায্যার্থে এগিয়ে এসেছে এবং পরস্পরের সহযোগিতায় বৈরি প্রকৃতির সাথে নিরলস সংগ্রাম করে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। শুধু তাই নয়, মানুষ আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যে স্তরে এসে পৌঁছেছে তা তার পরিশ্রমেরই সোনালা ফসল। তাই নিঃসংশয়ে একথা বলা যায় যে, পরিশ্রমের দ্বারাই সৌভাগ্য অর্জন করা যায়; পরিশ্রমই সৌভাগ্যের প্রসূতি।

পরিশ্রমের দ্বারাই প্রত্যেক মানুষের জীবনে উন্নতি আসে। শ্রমহীন অলস ব্যক্তির জীবন ও ভাগ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

## নির্মিত (রচনামূলক) অংশ ▶ ভাব-সম্প্রসারণ

১৪১

### ২৭. স্বদেশের উপকারে নাই যার মন

কে বলে মানুষ তারে? পশু সেইজন।

[সকল বোর্ড ২০১৮; ঢা. বো. '০৯, '০৭, রা. বো. '১৬, '১৪, '০৬;

য. বো. '২০, '১৪, '০৯; কু. বো. '১৭, '১৬, '১৫, '১২, '০৬, '০৪; চ. বো. '২০, '১৭, '১৪, '১২, '০৮; সি. বো. '১২, '০৭; ব. বো. '১৪, '০১; দি. বো. '১৪] [বরিশাল ক্যাডেট কলেজ; ইম্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা; সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; মোহাম্মদপুর জিয়ারেটরি স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; নাটোর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়; ডা. খানগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম; সারদা সুন্দরী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ফরিদপুর; ময়মনসিংহ জিলা স্কুল; ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ; বিদ্যাময়ী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ; রংপুর জিলা স্কুল; আমেনা-বাকী রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, দিনাজপুর; পিরোজপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়; ফয়জুর রহমান আইডিয়াল ইনস্টিটিউট, ঢাকা; শাহীন একাডেমী স্কুল এন্ড কলেজ, ফেনী।

ভাব-সম্প্রসারণ : মা, মাতৃভূমি, মাতৃভাষা প্রত্যেকের একান্ত আপনার ধন। আর এসবকে যে অবজ্ঞা করে সে কখনো প্রকৃত মানুষের মর্যাদা পায় না। তার মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে না।

দেশপ্রেম প্রতিটি মানুষেরই একটি একান্ত অনুভূতি। প্রত্যেক মনীষীই জন্মভূমিকে সর্বোচ্চ ভালোবাসার স্থান দিয়েছেন। কোনো এক দেশপ্রেমিক বলেছেন, “জননী জন্ম-ভূমি স্বর্গাদপী গরীয়সী।” অর্থাৎ, মা আর মাতৃভূমিকে স্বর্গের চেয়েও শ্রেষ্ঠ স্থানে অধিষ্ঠিত করেছেন। জন্মের পর হতেই প্রতিটি মানুষের মাঝে নিজের অজান্তেই দেশপ্রেম গড়ে ওঠে। কেননা শৈশব হতেই প্রাণের সাথী হয়ে ওঠে জন্মভূমি। তাই প্রতিটি মানুষের নিকটই জন্মভূমি অত্যন্ত প্রিয় হয়ে ওঠে। এ স্বদেশের উপকার বা দেশকে রক্ষা করার জন্যে কত লোক যে জীবন বিসর্জন দিয়েছেন তার কোনো হিসেব নেই, দেশের জন্য জীবন দিয়ে মানুষ রিস্ত হন না বরং হন তাঁরা ধন্য। তাঁরা কখনো মরেন না। শহিদ হয়ে অমর হয়ে থাকেন। যেমন— অমর হয়ে আছেন রফিক, সফিক, বরকত, সালাম এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর শহিদেরা বাংলাদেশের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করার মানসে সবার জীবন গড়ে তোলা উচিত। স্বদেশের উপকার করতে গিয়ে মনের সংকীর্ণতা দূর করতে হবে। জন্মভূমির মঙ্গল মানুষ-মাত্রেই অবশ্য করণীয়। স্বদেশের উপকার এবং কল্যাণের জন্যে যার মন নেই সে ঘৃণ্য। দেশপ্রেম সকল মহত্বের উৎস, মনুষ্যত্বের প্রসূতি। যার মধ্যে দেশপ্রেম নেই, স্বদেশের হিতার্থে যে হিতাকাঙ্ক্ষী নয় সে পশুর চেয়েও অধম। তাকে দিয়ে কোনো মহৎ কাজ সাধিত হয় না। সে মানুষ নয় পশু সমতুল্য। স্বদেশের সম্মান, স্বাধীনতা, কৃষ্টি, আচার, সভ্যতা ও ভাষার জন্যে যারা জীবন দিতে পারেন তাঁরাই মানুষ। কেননা স্বদেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ।

নিজের দেশকে অবজ্ঞা করে কেউ কোনোদিন বড় হতে পারে নি। শত দুঃখ লাঞ্ছনার মাঝে থেকে আবার ফিরে আসতে হয়েছে স্বদেশের আঙিনায়। তাই প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য নিজের মাতৃভূমিকে ভালোবেসে তার সমৃদ্ধি সাধনে সচেষ্ট থাকা।

৩০. পরের অনিষ্ট চিন্তা করে যেই জন  
নিজের অনিষ্ট বীজ করে সে বপন।

[ডা. বো. '১৪; রা. বো. '১৭, '১৫, '১৩; কু. বো. '১৯, '১৩, '০৭; চ. বো. '০১; সি. বো. '০৬; ব. বো. '১২, '০৮, '০৪; দি. বো. '২০, '১৯, '১৭]  
[রাজউক উত্তরা মডেল স্কুলেজ, ঢাকা; বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ; গোলাপগঞ্জ জামেয়া ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেট; ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর;  
কালেক্টরেট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, নীলফামারী; বগুড়া জিলা স্কুল; বগুড়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়; মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর; কে.এম. লতিফ ইনস্টিটিউট,  
পিরোজপুর; আলী আমজাদ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মৌলভীবাজার; পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর; পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]

ভাব-সম্প্রসারণ : অনোর ক্ষতি করার চিন্তা-ভাবনা করলে পরিণামে নিজেরই ক্ষতি সাধিত হয়। তাই পরের ক্ষতির চিন্তা থেকে দূরে থাকা সকলের কর্তব্য।

সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ রাক্বুল আলামিন-এর সৃষ্ট সকল মানুষের যাবতীয় কর্ম প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য হলো সুখে-শান্তিতে ও আরামে থাকা। এ দুনিয়ায় কত রকমের মানুষ দেখা যায়। কেউ নিজের সবকিছু দিয়ে, এমন কী প্রাণ দিয়েও পরের উপকার করে। আবার এমন লোকও আছে, যারা পরের ভালো তো করেই না বরং কী করে সর্বনাশ করা যাবে সেই চিন্তায় সব সময় মশগুল থাকে। এ ধরনের মানুষ নেহায়েতই অমানুষ। তাদের অনিষ্ট আচরণে শুধু সেই নয়, সাথে ব্যক্তি ও সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় :

“যারে তুমি নিচে ফেল, সে তোমারে বাঁধিছে যে নিচে,  
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।”

উল্লিখিত উক্তিটির মূলকথা হলো— যে নিজের উপকার হবে ভেবে অন্যের ক্ষতি করার চেষ্টা চালায়, মূলত সে নিজেই তার নিজের ক্ষতি করে। পৃথিবীতে মহাপুরুষগণের জীবনী পাঠে দেখা যায়, তাঁরা সমগ্র জীবন মানুষের কল্যাণ সাধনে বিলিয়ে দিয়েছেন। মহানবী হযরত মুহম্মদ (স)-এর চলার পথে এক বৃষ্টি বিহীনবশত প্রতি দিন কাঁটা বিছিয়ে রাখত। মহানবী (স) কাঁটার আঘাতে কষ্ট পেলেও বৃষ্টাকে কোনোদিন গালমন্দ করেন নি। একদিন হযরত মুহম্মদ (স) তাঁর চলার পথে কাঁটা দেখতে না পেয়ে বিস্মিত হন এবং খবর নিয়ে জানতে পারলেন যে, যে বৃষ্টি এই কাজ করত সে ভীষণ অসুস্থ। মহানবী হযরত মুহম্মদ (স) তৎক্ষণাৎ বুড়িকে দেখার উদ্দেশ্যে বাড়িতে পৌঁছেন এবং তার অনুখের জন্য সমবেদনা প্রকাশ করেন। এতে সেই বৃষ্টি বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে যায়। সে উপলব্ধি করতে পারে, পরের অনিষ্ট চিন্তা ও কাজের মধ্যে কোনো মজল নেই। বরং এরূপ পরের অনিষ্ট চিন্তা ও কাজ নিজের জন্য ক্ষতসং ভেকে আনে। পরের অনিষ্ট করতে গিয়ে বহু লোক নিজেদের জীবনকেই ক্ষতসং করেছে। এর বহু নজির ইতিহাসের পাতায় রয়েছে। এ বিচিত্র জগতে মানুষ ক্ষুদ্র স্বার্থোন্মাদে এত অস্থির হয়ে পড়ে যে, পরের অমজল ও অনিষ্ট করতে গিয়ে স্বাভাবিক জ্ঞানবুদ্ধি হারিয়ে ফেলে এবং পরিণামে নিজের ক্ষতসং নিজেই ভেকে আনে।

কখনোই অপরের কোনো অকল্যাণ চিন্তা করা যাবে না। এসব পরিহার করে বরং পরের স্বার্থে নিজের জীবনকে বিলিয়ে দিতে হবে। তবেই জীবন সার্থক এবং সুন্দর হবে।